Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

যায়যায়দিন

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

■ ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকায় দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. লি নামসু উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা

● পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া, কোইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।'

নয়া দিগন্ত

ঢাবি ভিসির সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি লি নামসু তার সাথে ছিলেন।

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। বিজ্ঞপ্তি

The Country Today

DU VC meets South Korean Ambassador

DU Correspondent

South Korean Ambassador to Bangladesh Mr. Park Young-sik met with Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan at his office on Tuesday. He was accompanied by Mr. Lee Nam-su, Second Secretary of the South Korean Embassy in Dhaka.

During the meeting, they discussed matters of mutual interest,

Continued to page 2

DU VC meets South

especially the possibility of starting an undergraduate program in Korean language at Dhaka University. In addition, the progress of the pilot project titled 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' underway at Dhaka University with the financial support of KOICA was discussed.

Korean Ambassador Mr. Park Young-sik emphasized on creating entrepreneurs at the university level and increasing regional cooperation to maintain social stability, peace and harmony in South Asia with the aim of building a prosperous Bangladesh.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

বর্তমান

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. লি নামসু তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, কোইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

ভোরের ডাক

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. লি নামসু তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

● আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক। গতকাল মঙ্গলবার ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. লি নামসু তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, কোইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ছবি: ঢাবি জনসংযোগ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি লি নামসু তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া কোইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

নয়া দিগন্ত

ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিনের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ঢাবি ভিসি ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে বিশ্ব পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়েছে

● ঢাবি প্রতিনিধি

ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, তারা একটি দেশকে বদলে দিয়েছে এবং এর থেকে বিশ্ব একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এ দেশের তরুণ প্রজন্ম যে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে,' সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটি তারা প্রমাণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'গ্লোবাল ট্রেন্ডস ইন এনভায়রনমেন্টাল ল অ্যান্ড ক্লাইমেট ল' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ এই বক্তৃতার আয়োজন করে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: খুরশীদ আলম অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিচারপতি অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন পরিবেশ আইনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার

ঢাবিতে বিশেষ বক্তৃতায় ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি

ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে মানবজাতিকে বিভিন্ন সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ঐকাবদ্ধভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবিক কার্যক্রম ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, পরিবেশ আইনের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পরিবেশ সংরক্ষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং জনগণকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিচারক, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, সরকার, শিক্ষাবিদ, গবেষক, পরিবেশকর্মী ও তরুণ প্রজন্মের ঐকাবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শুধু নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, পেশাজীবী ও সরকারের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে এ ধরনের বক্তৃতা আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বিচারপতি অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তার বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্টরা ■ ৭ম পৃ: ৫-এর কলামে

বাংলাদেশের তরুণ

৩য় পৃষ্ঠার পর

অত্যন্ত উপকৃত হবে। রাষ্ট্রদূত পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস বলেন, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তাদের হাত ধরে দেশের যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণসহ সমাজের সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আইনজীবী, গবেষক, পরিবেশকর্মী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের সময়

ঢাবিতে ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশের তরুণদের কাছে পরিবর্তন শিখেছে সারাবিশ্ব

ঢাবি প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভূয়সী প্রশংসা করে ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন বলেছেন, এ দেশের তরুণ প্রজন্ম যে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটি তারা প্রমাণ করেছে। এ থেকে সারাবিশ্ব একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'গ্লোবাল ট্রেন্ডস ইন এনভায়রনমেন্টাল ল অ্যান্ড ক্লাইমেট ল' শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ঢাবি আইন অনুষদ এই বক্তৃতার আয়োজন করে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস। ঢাবি আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলম অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

The New Nation

Vice-Chancellor of Dhaka University Dr Niaz Ahmed Khan presents a crest to the Chief Justice of Brazil Antonio Herman Benjamin at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban at DU on Tuesday. ■ NN photo

The Country Today

Brazilian Chief Justice's special lecture at DU

Role of young generation of Bangladesh to change country lauded

DU Correspondent

Brazilian Chief Justice Mr. Justice Antonio Herman Benjamin has highly praised the young generation of Bangladesh, saying that they have changed a country and the world has learned a special lesson from it. They have proven that the young generation of this country can change the world through

Continued to page 2

Role of young generation

the recent mass uprising of students and the public.

He said these while delivering a special lecture titled 'Global Trends in Environmental Law and Climate Law' at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of Dhaka University on Tuesday.

Dhaka University Vice Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the event. The Faculty of Law of Dhaka University organized the lecture.

The event was chaired by Prof Dr. Mohammad Ikramul Haque, Dean of the Faculty of Law, and Mr. Paulo Fernando Dias Feres, Ambassador of Brazil to Bangladesh, was present as the special guest. Prof Md. Khurshid Alam, Chairman of the Law Department of Dhaka University, expressed his gratitude at the event.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে সারাবিশ্ব পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়েছে : ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি

ঢাবি প্রতিনিধি

ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন (Justice Antonio Herman Benjamin) বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, তারা একটি দেশকে বদলে দিয়েছে এবং এর থেকে বিশ্ব একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এদেশের তরুণ প্রজন্ম যে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটি তারা প্রমাণ করেছে। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Global Trends in Environmental Law and Climate Law' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ এই বক্তৃতার আয়োজন করে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের

রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস (Mr. Paulo Fernando Dias Feres) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলম অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শুধু নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, পেশাজীবী ও সরকারের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে এধরনের বক্তৃতা আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তিনি বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্টরা অত্যন্ত উপকৃত হবে।

বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন পরিবেশ আইনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে মানবজাতিকে বিভিন্ন সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবিক কার্যক্রম ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ আইনের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্ম ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পরিবেশ সংরক্ষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে বিচারক, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, সরকার, শিক্ষাবিদ, গবেষক, পরিবেশকর্মী ও তরুণ প্রজন্মের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার।

রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস বলেন, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তাদের হাত ধরে দেশের যে কোন পরিবর্তন সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আইনজীবী, গবেষক, পরিবেশকর্মী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন -বর্তমান

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

05 March 2025

The Bangladesh Today

15-day training workshop for DU teachers completed

The 15-day training workshop titled 'Training Program: Foundation Certificate in University Teaching and Learning,' organized by Dhaka University Institutional Quality Assurance Cell (IQAC), concluded today, Monday, March 3, 2025, at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the closing ceremony of the workshop and distributed prizes and certificates among the participants, Says a press release.

The closing ceremony of the workshop, chaired by IQAC Director Professor Dr. M. Rezaul Islam, was attended by Bangladesh University Grants Commission Member Professor Dr. Mohammad Anwar Hossain, Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha, and Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury as special guests. Additional Director Professor Dr. Md. Shah Emran conducted the program. Additional Director Professor Dr. Syed Shahriar Rahman expressed his gratitude.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan emphasized organizing such workshops regularly to enhance the professional skills and capabilities of Dhaka University teachers. He said, "Our main goal is to improve the quality of education and research. Everyone has to work together to achieve this goal".

It is worth noting that 49 teachers from different departments participated in the workshop.

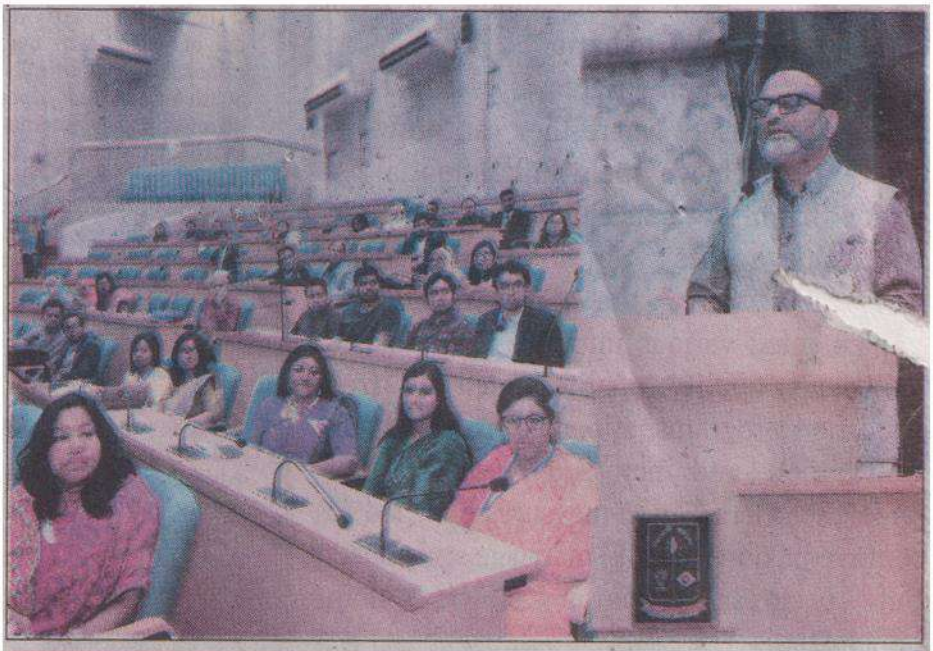

The 15-day training workshop titled "Training Program: Foundation Certificate in University Teaching and Learning" organized by the Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) of Dhaka University concluded on Monday at the Nawab Ali Chowdhury Senate Building. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the closing ceremony of the workshop and distributed prizes and certificates among the participants. Photo: Courtesy